দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 21 2002

# ঢাকা ভার্সিটিতে অনার্স শেষে প্রফেশনাল ডিগ্রী দেয়া হবে, মাস্টার্স হচ্ছে ঐচ্ছিক॥ একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ এখন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চার বছরের অনার্স কোর্স শেষেই মাস্টার্সের সমমানের অথবা "প্রফেশনাল ডিগ্রী" দেয়া হবে। অন্যদিকে মাস্টার্স কোর্সকে বাধ্যতামূলক না রেখে ঐচ্ছিক করা হবে। তবে মাস্টার্স করতে হলে অনার্সে নির্দিষ্ট একটা নম্বর পেতে হবে।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। সভায় বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেও কলা ও সামাজিক অনুষদের ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গেছে।

পর্যায়ক্রমে অন্য সব অনুষদেই এই পদ্ধতি চালু করা হবে। সভায় এর পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় কলা ও সামাজিক অনুষদের শিক্ষকরাই এই পদ্ধতির বেশি বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে সামাজিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, মাত্র তিন চার বছর হলো এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। তাই এর সুফল কুফল দেখা উচিত। তবে আমাদের মতো গরিব দেশে এক বছর বেশি পড়াশোনা করা অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে তিনি জানান।

সভা সূত্রে জানা গেছে, চার বছরের অনার্স কোর্স শেষে প্রফেশনাল ডিগ্রী দেয়া হলেও মাস্টার্স কারা করবে তা স্পষ্ট করা হয়নি। বিষয়টি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গেছে। তবে মাস্টার্স করতে হলে অনার্সে একটা নির্দিষ্ট নম্বর পেতে হবে বলে সভায় অনেকে মত দেন। সেটা শতকরা ৫০ অথবা ৫৫ হতে পারে, আবার অনেকে কেবল থিসিসপত্র জমাদানকারী ছাত্রছাত্রীরা মাস্টার্স করতে পারবে বলে মত দেন।

অনেকে আবার সকল ছাত্রছাত্রীই ইচ্ছা করলে মাস্টার্স করতে পারবে বলে মত দেন। পরে বিষয়টি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে কলা ও সামাজিক অনুষদের ক্ষেত্রে শীঘ্রই আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে। অন্যান্য অনুষদেও আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত হবে। তবে সকল অনুষদেই চার বছরের অনার্স শেষে প্রফেশনাল ডিগ্রী দেয়া হবে বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়।

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(৮-এর পাতার পর)

## ঢাকা ভার্সিটিতে

সমসাময়িক উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গত ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের অনার্সের স্থলে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু এ নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। কারণ দেখা গেছে, কোন কোন বিভাগে এক বছর আগে থেকেই এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। আবার কোন কোন বিভাগে এক বছর পরে চালু হয়। এতে করে একই শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়ে কেউ মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে আবার কেউ অনার্সই শেষ করতে পারেনি। তাছাড়া আমাদের মতো গরিব দেশে এক বছর বেশি পড়া অনেক ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাই কর্তৃপক্ষ সবদিক বিবেচনা করে এটা-সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তাছাড়া বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে চার বছরের অনার্স কোর্সকে মূল্যায়ন করা হলেও আমাদের দেশের শতকরা ৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে পারে না। তার প্রধান কারণ হলো অর্থ। এই দিকটাও কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় রেখেছে।

এ ব্যাপারে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিয়া মোঃ আবদুল কুদ্দুস জানান, এটা খুবই ভাল দিক। ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট করে এক বছর বেশি পড়তে হচ্ছে না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরও চাপ কমবে অনেকটা। তিনি জানান, অনেকে এর বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত প্রফেশনাল ডিগ্রী দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি জানান, এই নিয়ম সব অনুষদের ক্ষেত্রেই পর্যায়ক্রমে প্রযোজ্য হবে।